গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

অক্টোবর/২০১৭ মাসের মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ০৮.১০.২০১৭
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (২য় তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। **উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'**

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি উপ-সচিব (প্রশাসন)-কে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

০৪। উপ-সচিব (প্রশাসন) জানান অনিবার্য কারণে সেপ্টেম্বর/২০১৭ মাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। তিনি গত ২৮/০৮/১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরনী পাঠ করে শুনান এবং তাতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা নিশ্চিত করা হয়।

০৫। অদ্যকার সভায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
৫.১	মন্ত্রণালয়ের জনবল	সভার শুরুতে মন্ত্রণালয়ের জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত আলোচনা হয়। সভায় অবহিত করা হয় যে, গত অভ্যন্তরীণ মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ৩য় শ্রেণীর ০৪ (চার) জন কর্মচারীর ফিডার পদে চাকরিকাল প্রমার্জনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয় যে, "বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা ও নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪" এর তফসিল-১ এর ক্রমিক নং-৪ এ বর্ণিত প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বছরের চাকরির অভিজ্ঞতার শর্ত থাকায় উক্ত শর্ত পূরণ ব্যতীত ফিডার পদের চাকরিকাল প্রমার্জন করে ফিডার পদধারীদের পদোন্নতি প্রদানের বিধিগত সুযোগ নেই।	১। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সংরক্ষিত ০৭ (সাত) টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের মধ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির সভা আহ্বান করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।	১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

		সভায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সংরক্ষিত ০৭ (সাত) টি পদে নিয়োগ কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় অবহিত করা হয় যে, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সংরক্ষিত ০৭ (সাত) টি পদে নিয়োগের জন্য খসড়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও নিয়োগ সংক্রান্ত বাজেট নথিতে উপস্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এ মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির সভা আহ্বান করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।		
৫.২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	সভায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি উপস্থাপিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার উপর সকলের মতামত জানতে চান। আলোচনা শেষে "Public Private Partnership (PPP)" এবং উপ-সচিব ও তদোর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য "Negotiation Technique"- এ দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাটি চূড়ান্তকরণ করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ৪ (চার) দিন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক আয়োজিত "Short Course in 'Food & Beverage Service"- কোর্সে প্রেরণ করা হবে। তাছাড়া অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার ও পদ্ধতির বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কমচারীদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছে। তালিকা প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। সভাপতি বলেন যে, Fire Service & Civil Defence কর্তৃপক্ষের সাথে মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের একটি সভার আয়োজন	১। "Public Private Partnership (PPP)" এবং উপ-সচিব ও তদোর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য "Negotiation Technique"- এ দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ করতে হবে। ২। Fire Service & Civil Defence কর্তৃপক্ষের সাথে রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের একটি সভার আয়োজন করতে হবে। ৩। বিদেশ ভ্রমণ শেষে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল ও Power Point Presentation করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। সকল কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

		করতে হবে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সভায় উন্নয়ন অধিশাখা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিগত এক বছরে (০১.১০.২০১৬ হতে ০১.১০.২০১৭ পর্যন্ত) বিদেশে যে সকল কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণে/ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের একটি Database উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বলেন যে, বিদেশ ভ্রমণ শেষে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল ও Power Point Presentation করতে হবে।		
৫.৩	বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি	সভায় অবহিত কর হয় যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) কপি সকলের নিকট প্রেরণপূর্বক স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অংশ বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাছাড়া APA-এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা থাকলে প্রয়োজনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখার পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত টিমের টিম প্রধান জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য আগামী ১৫.১০.২০১৭ তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে প্রশাসন অনুবিভাগ-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, APA-তে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে যথাসময়ে অর্জিত হয় সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। তিনি APA-এর উপর আগামী মাসে একটি সভা আহ্বান করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। আগামী ১৫.১০.২০১৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে। ২। আগামী মাসে APA সংক্রান্ত একটি সভা আহ্বান করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি/ প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৫.৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	সভায় অবহিত করা হয় যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণ কাঠামোতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গণ শুনানীর আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ অর্থ বছরের ১ম কোয়ার্টারে নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, গণ শুনানীর আয়োজনের জন্য মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতির জন্য নথি উপস্থাপন করতে হবে। তাছাড়া তিনি অংশীজন সভার কার্যকারিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি রেলওয়ের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের উক্ত সভায় সম্পৃক্ত করার অভিমত প্রকাশ করেন।	১। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গণ শুনানীর আয়োজনের জন্য মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। ২। অংশীজন সভা ফলপ্রসূ করার লক্ষে রেলওয়ের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের সম্পৃক্ত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত (প্রশাসন), রে মন্ত্রণালয়।
৫.৫	বিভাগীয় মামলা	সভায় জানানো হয় যে, আগস্ট/১৭ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫১টি। ৩ মাসের উর্ধ্বে ০৬ টি এবং ৬ মাসের উর্ধ্বে ৪৫ টি বিভাগীয় মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সকল বিভাগীয় মামলার তথ্য বিস্তারিত উপস্থাপন করতে হবে।	১। বিভাগীয় মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ২। সকল বিভাগীয় মামলার তথ্য বিস্তারিত উপস্থাপন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপ-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫.৬	ই-ফাইলিং	সভায় অবহিত করা হয় যে, ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষে অত্র মন্ত্রণালয়ের System Analyst ও Programmer সকল কর্মকর্তা-কে হাতে কলমে সহায়তা করছেন। তাছাড়া, গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৪ শাখা থেকে বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলেক্স ও টিপি বিভাগ (ডাটা ও ইন্টারনেট), বিটিসিএল, মগবাজার, ঢাকাকে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বিদ্যমান ইন্টারনেট 12mbps Bandwith এর স্থলে 50mbps Bandwith এ উন্নীতকরণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল বিটিসিএল এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা	১। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ২। আগামী সভায় ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত ডাক ও নথির সংখ্যাগত তথ্য অনুবিভাগ ভিত্তিক উপস্থাপন করতে হবে।	১। সকল কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

		করছেন। ০৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে প্রোগ্রামার জানান যে, বিটিসিএল থেকে Bandwith বৃদ্ধির কথা বলা হলেও পরীক্ষা করে 50mbps Bandwith পাওয়া যায়নি। বিটিসিএল এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি আগামী সভায় ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে অনুবিভাগ ভিত্তিক নিষ্পত্তিকৃত ডাক ও নথির সংখ্যাগত তথ্য উপস্থাপনের বিষয় মতামত ব্যক্ত করেন।		
৫.৭	পরিদর্শন	সভায় শাখা ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনের বিষয় আলোচনা হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) জানান যে, উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট ০৪ (চার)টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, উক্ত কমিটিসমূহ সে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটর করবেন। তাছাড়া, কর্মকর্তাগণ প্রমাপ অনুযায়ী শাখাসমূহ পরিদর্শন করবেন।	১। উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত গঠিত কমিটিসমূহ বাংলাদেশ রেলওয়ের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করবে। ২। কর্মকর্তাগণ প্রমাপ অনুযায়ী শাখাসমূহ পরিদর্শন করবেন।	সকল কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫.৮	অনিষ্পন্ন বিষয়	সভায় বিভিন্ন শাখায় / অধিশাখায় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের যে সকল বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে, সে সকল বিষয় নিষ্পত্তির অনুরোধ জানিয়ে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে-কে পত্র প্রেরণ করতে হবে। তিনি অনিষ্পন্ন পত্রসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহের নিকট এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখায় যে সকল বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে সে সকল বিষয়ে পৃথক পৃথক তালিকা তৈরী করতে হবে। ২। বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের যে সকল বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে, সে সকল বিষয় নিষ্পত্তির অনুরোধ জানিয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-কে পত্র প্রেরণ করতে হবে। ৩। অনিষ্পন্ন পত্রসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৫.৯ (ক)	বিবিধ	সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, সিটিজেন চার্টার প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Specialist/ Focal Point-কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণপূর্বক অনতিবিলম্বে সিটিজেন চার্টার চূড়ান্ত করতে হবে।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার প্রণয়নের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Specialist/ Focal Point-কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫.৯ (খ)	বিবিধ	সভায় কাজের গুণগত মান, নথি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, কাজের গুণগত মান উন্নয়নে সকল কর্মকর্তাকে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের Good Practice অনুসরণ করা যেতে পারে। তিনি যথাযথ নথি ব্যবস্থাপনার উপর গুরত্বারোপ করেন। তিনি বলেন যে, নথিতে নোট প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরের নিচে সকল কর্মকর্তাকে তাদের নাম ও পদবিসহ সিল ব্যবহার করতে হবে। নথির কলেবর, পরিচ্ছন্নতা, যথার্থতা রক্ষা করতে হবে। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগের নথিগুলোর পর্যায় ক্রমে নতুন নথি কভারে দিতে হবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। সেবার গুণগতমান উন্নয়নে সকল কর্মকর্তাকে সচেষ্ট থাকতে হবে। ২। নথিতে কর্মকর্তার স্বাক্ষরের নিচে নাম ও পদবি উল্লেখ করতে হবে। ৩। নথির কলেবর, পরিচ্ছন্নতা, যথার্থতা রক্ষা করতে হবে। ৪। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগের নথিগুলো পর্যায়ক্রমে নতুন নথি কভারে দিতে হবে। ৫। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। সকল কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৬। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব